ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বিচ্ছেদ নয়, বিয়ের ছবি মুছে ফেলার ভিন্ন কারণ জানালেন রণবীর

পৃঃ ৫

'সুপলা' শট! যেভাবে রপ্ত করলেন সূর্যকুমার যাদব

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৯ ● কলকাতা ● ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১৩ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভোটের আগে

ভোটকেন্দ্রে তালা দিল গ্রামবাসীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রামে বিদ্যুৎ নেই। বিদ্যুৎহীন অবস্থায় নাজেহাল অবস্থা গ্রামবাসীদের। গরমে অন্ধকারেই তাদের দিন কাটে। সূর্য ডুবলেই অন্ধকার। পড়াশোনাও করতে পারে না গ্রামের বাচ্চারা। রাজ্য সরকারের কোন বিদ্যুৎ পৌঁছয়নি গ্রামে। বিদ্যুৎ সহ একাধিক সমস্যার সমাধানের দাবিতে বুথ কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে দিল গ্রামবাসীরা।তবে তারা ভোট বয়কট করবে না। গ্রামবাসীদের মন্তব্য, ভোট হোক নিয়ম মেনে কিন্তু সরকারি আধিকারিকরা একদিনের জন্য হলেও এই বিদ্যুৎ না থাকার কষ্টটা উপলব্ধি করুক। যেন তাদের বার্তা ওপর মহল পর্যন্ত পৌঁছয়। পোলিং অফিসাররা জানবাজার ওই বুথে বা স্কুলে গেলে পোলিং অফিসারদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের বচসা বাঁধে। স্কুলের ভেতরে পুলিশও ঢুকতে পারেনি। আপাতত তালা বন্ধ জানবাজার আদিবাসী গ্রামের বুথ। জামুরিয়া ব্লকের বিডিওকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন সংবাদমাধ্যমকে কোনও উত্তর দেননি।আগামী

এরপর ৩ পাতায়

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের পরমাণু বোমা আছে বলেই কি ভারত, পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দাবি ছেড়ে দেবে? উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ে এক নির্বাচনী জনসভা থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর আগে, কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা আছে বলে সতর্ক করেছিলেন।কী বলেছিলেন মণিশঙ্কর আইয়ার? সম্প্রতি তাঁর একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ভিডিয়োটি কয়েক মাস আগের। এক সাক্ষাৎকারে মণিশঙ্কর আইয়ার জানিয়েছিলেন, পাকিস্তানকে যথাযোগ্য সম্মান করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান একটা সার্বভৌম দেশ। পাকিস্তানের হাতে পারমাণবিক বোমাও রয়েছে। তাই তাদের সঙ্গে ভারতের সংঘর্ষে জড়ানো উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, যদি কোনও ও পাগল ব্যক্তি পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসে, সে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতে পারে। সেটা ভারতের জন্য ভাল হবে না। তার প্রভাব আমাদের উপরও পড়বে।

শুধু মণিশঙ্কর আইয়ার নন, পাকিস্তানের পারমাণবিক শক্তি নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের নেতা ফারুক আবদুল্লাহও। মোদী সরকারের একাধিক মন্ত্রী, বারংবার পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রসঙ্গে তোলেন। সেই বিষয়ে আবদুল্লাহ বলেছিলেন, ভারত পিওকে ফিরিয়ে আনতে গেলে পাকিস্তানও চুপচাপ বসে

এরপর ৩ পাতায়

বাংলার আগামীদিনের মুখ্যমন্ত্রী কী অভিজিৎ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে বাংলার হাইভোল্টেজ কেন্দ্র গুলির মধ্যে একটি তমলুক। যার কারণ হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বিজেপির টিকিকে এই কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছেন অভিজিৎবাবু । আইনের আদালত থেকে বর্তমানে তিনি জনতার আদালতে। রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চার শেষ নেই।বিজেপি প্রার্থীর কথায়, 'মমতা কতটা যুক্ত এর সঙ্গে সেটা তদন্তের আতস কাঁচের নীচে হয়তো চলে এসেছে। সেসব আরেকটু সময় গেলে দেখা যাবে। এখন বাংলায় কে মুখ্যমন্ত্রী আছেন তা আমি জানি না। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী বলে স্বীকার করি না। এটা আমি অনেক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছি। এখন দলের নেত্রী তিনি চুরিরে সম্মতি দিচ্ছেন তার সক্রিয় যোগ রয়েছে বলে আমরা ধারণা পরে তদন্ত হলে বেরোবে আছে কী নেই, তখন আমি ভুল প্রমাণিত হলে হতেও পারি। 'আর বিজেপিতে যোগদানের পর থেকে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় প্রাক্তন বিচারপতি। সম্প্রতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেহত্যাগের দাবিও জানিয়েছেন মমতা।

সম্প্রতি এক সংবাদমাধ্যমের সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নিজের মতামত ব্যক্তি করেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি মমতার বদলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকলে এই নিয়োগ দুর্নীতির পরিস্থিতিতে কীভাবে হাল ধরতেন সেই নিয়েও মন্তব্য করেন তমলুক আসনের বিজেপি প্রার্থী।

বর্তমানে এস এস সি নিয়োগ দুর্নীতি নিয়োগ নিয়ে শোরগোল রাজ্যে। একসময় এই মামলা গিয়েছিল তার এজলাসেও। গত মাসে নিয়োগ দুর্নীতির জেরে ২০১৬ সালের গোটা প্যানেল খারিজ করে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। যার জেরে চাকরি যায় প্রায় ২৬০০০ জনের। পরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যোগ্য-অযোগ্য সকলের চাকরিই আপাতত

এরপর ৩ পাতায়

বি এস এফের গুলিতে

মৃত্যু দুই বাংলাদেশের নাগরিকের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুলিতে মৃত্যু দুই বাংলাদেশের নাগরিকের। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়ার মাননগছ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, বুধবার সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের সময় ওই দুই যুবককে গুলি করেন সীমান্তরক্ষীরা। অনুমান, পাচারের জন্যই ওই দুই বাংলাদেশের নাগরিক কাঁটাতার কেটে ভারতে প্রবেশ করেন।ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ফাঁসিদেওয়া থানায় নিয়ে আসা হয়। ফাঁসিদেওয়ার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "অনুমান করা হচ্ছে, এরা বাংলাদেশের বাসিন্দা। বিএসএফের পক্ষ থেকে অভিযোগ জমা পড়েছে। বাকিটা তদন্ত সাপেক্ষ।"সেই সময়েই সীমান্তরক্ষীদের

এরপর ৩ পাতায়

সায়নী ঘোষের হয়ে

ভোটপ্রচারে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : সায়নী ঘোষের হয়ে ভোটপ্রচারে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। আর ভোটপ্রচারে বেরিয়ে তাঁর মুখে শোনা গেল যাদবপুরের এক সময়ের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নাম। সায়নীর জয় নিয়ে আশাবাদী অরূপের দাবি, দীর্ঘদিন এই এলাকা সিপিএমের গড় ছিল।রাজ্যের মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক অরূপ বিশ্বাসও ছিলেন। যাদবপুর কেন্দ্র থেকে জয়ের বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী সায়নী ঘোষ। অরূপও বলেন, "যখন থেকে আমি যাদবপুরের দায়িত্বে আছি কবীর সুমনের থেকে ভোট বাড়িয়েছেন সুগত বসু, তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছেন মিমি চক্রবর্তী। এবার তার থেকেও বেশি ভোটে জিতবেন সায়নী ঘোষ। এটায় আমাদের কোনও ক্রেডিট নেই। পুরো ক্রেডিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর উন্নয়ন, মানুষের পাশে থাকা, ৬৭টা প্রকল্প। মানুষ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন।"অথচ তারা এখানে কোনও কাজই করেনি। বলেন, কাজ করেননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। অরূপ বিশ্বাসের কথায়, "এখানে ২৪ বছর বিধায়ক ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তিনি এখানকার মানুষের জন্য, এলাকার জন্য কিছু করেননি। স্বাধীনতার পর থেকে এখানে সিপিএমের পুরপ্রতিনিধিও ছিলেন। তারপরও কোনও উন্নয়ন হয়নি। অথচ মাত্র দু'বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিক আমাদের পুরপ্রতিনিধি সন্দীপ দাস দেখিয়ে দিয়েছেন উন্নয়ন কাকে বলে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্রেডিট।" বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে এদিন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সায়নী ঘোষ প্রচারে বেরোন।

প্রতিটি বুথে থাকছে

'ওয়েবকাস্টিং' ব্যবস্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২০ মে উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। সে দিন প্রতিটি বুথে থাকছে 'ওয়েবকাস্টিং' ব্যবস্থা। এর আগের নির্বাচনগুলিতে অর্ধেক বুথে এই ব্যবস্থা করা হত। বৃহস্পতিবার পানিয়াড়ায় হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের সদর দফতরে সর্বদলীয় বৈঠক হয়। সেখানেই নির্বাচন কমিশনের তরফে নয়া সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয় বলে গ্রামীণ জেলা পুলিশ সূত্রের খবর।প্রশাসন সূত্রের খবর, নির্বাচনের এক সপ্তাহ আগে থেকে লোকসভা কেন্দ্রের সীমানাবর্তী এলাকাগুলিতে চলবে 'নাকা চেকিং'। লজ এবং হোটেলগুলিতে তল্লাশি চালানো হবে। যাতে অন্য জেলার কেউ এসে অকারণে না আস্তানা গাড়ে। যে সব ভোটকেন্দ্রে একাধিক বুথ আছে, সেখানে করা হবে ভোটার সহায়তা কেন্দ্র। সেখানে থাকবে আশাকর্মীরা। যাতে ভিড়ে কোনও ভোটার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা যায়।

সর্বদলীয় বৈঠকে হাজির ছিলেন কংগ্রেসের আতিয়ার খান। তিনি প্রশ্ন তোলেন ভোটার সহায়তা কেন্দ্রে আশাকর্মীদের থাকার সুযোগ নিয়ে তৃণমূল কর্মীরা যদি জমায়েত করেন, তা রোখার ব্যবস্থা আছে কি না। এই আশঙ্কা নেই বলে জানিয়ে দেন জেলা নির্বাচন দফতর এবং জেলা পুলিশকর্তারা। বৈঠকে হাজির গ্রামীণ জেলা তৃণমূল সভাপতি অরুণাভ সেন বলেন, ''আশঙ্কা ভিত্তিহীন।'' উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের সহকারী রিটার্নিং অফিসার তথা অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ইউনিস রিসিন ইসমাইল বলেন, "কমিশন চায় ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিন। তার জন্য যা করণীয়, তা-ই করা হবে।"জেলা প্রশাসন তথা জেলা নির্বাচন দফতরের এক কর্তা জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব স্বচ্ছ রাখাই কমিশনের উদ্দেশ্য। কমিশন থেকেই এই ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। সেই মতো উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রেও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এতে সংশ্লিষ্ট ব্লক অফিসে বসেই কমিশনের আধিকারিকেরা বুথের ঘটনা, নির্বাচন প্রক্রিয়া সরাসরি দেখতে পারবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে মোট বুথের সংখ্যা ১৮৬৩। প্রতিটি বুথেই ওয়েবকাস্টিং ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া

এরপর ৩ পাতায়

বারাকপুরের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করে

বাসিন্দাদের মন জয় করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামনবমী উদযাপন, 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান - রবিবার রাজ্যের চার জনসভার প্রথমটিতেই কার্যত মেরুকরণ নিয়ে সুর চড়ালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । বারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে হিন্দুত্বের বার্তা তো দিলেনই, সঙ্গে দিলেন পাঁচ গ্যারান্টি। এদিনের ভাষণে একাধিকবার মোদির মুখে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান শোনা গেল। উল্লেখ্য, বারাকপুর লোকসভা এলাকায় প্রচুর অবাঙালির বাস। সেখানে অনেকদিন ধরেই রামনবমী, হনুমান জয়ন্তীর মতো উৎসব উদযাপন হয় মহা সমারোহে। সেই জায়গা দাঁড়িয়ে মোদির রামমন্দির ইস্যুতে সুর চড়ানো এবং স্লোগান যথাযথ। পাশাপাশি বারাকপুরের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করে বাসিন্দাদের মন জয় করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী।ভাষণের মাঝে বাংলায় বলে উঠলেন, "মোদির গ্যারান্টি হল গ্যারান্টি পূরণের গ্যারান্টি।" তুললেন সি এ এ ইস্যুও। তৃণমূল সরকারকে তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, "রাতারাতি সিএএ-কে ভিলেন বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" বারাকপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্মরণ করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসও।

লোকসভা ভোটের প্রচারে রবিবার বাংলায় পর পর চার জনসভা রয়েছে মোদির। প্রথমটি করলেন বারাকপুরে দলের প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হয়ে। উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে অর্জুন সিং লোকসভা ভোটের টিকিট না পেয়ে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। ভোটে লড়ে সাংসদ হয়ে আসার পরের বছরই ফের তৃণমূলে ফেরেন তিনি। ২০২৪এর লোকসভা ভোটের আগে সেই পুনরাবৃত্তি। তৃণমূল প্রার্থী হতে না পেরে আবার বিজেপিতে ফেরা এবং প্রার্থী হওয়া। উনিশে বারাকপুর আসন বিজেপিকে এনে দিতে পেরেছিলেন, শুধুমাত্র সেই কৃতিত্বেই তাঁকে ফের প্রার্থী করা হয়েছে।

রবিবার তাঁরই সমর্থনে জনসভা থেকে প্রচারের সুর

এরপর ৩ পাতায়

দক্ষিণবঙ্গের আসনগুলিতে নিজেদের প্রাধান্য

ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণবঙ্গের আসনগুলিতে নিজেদের প্রাধান্য ধরে রাখতে মরিয়া তৃণমূল। তাই সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রচারে ঝাঁপিয়েছেন তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবার অলক্ষে আরও একজন শীর্ষনেতা নিজের পার্টি অফিসে বসে একের পর এক ফোন করে যাচ্ছেন দলের 'বসে যাওয়া' জেলা তথা ব্লকের নেতাদের।ভবানীপুরে রাজ্য সভাপতির দফতরে নিয়মিত যাতায়াত করা দক্ষিণ কলকাতার এক প্রবীণ তৃণমূল নেতার কথায়, "দিদি এক সময় মুকুলদা, বক্সীদা এবং পার্থদাকে ভরসা করতেন। কিন্তু একে একে মুকুলদা ও পার্থদা সেই তালিকা থেকে নিজেদের কর্মের কারণেই দূরে সরে গিয়েছেন। বক্সীদা আজও দিদির ভরসার লোক। তাই বসে যাওয়া পুরনো কর্মীদের ময়দানে নামানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন বক্সীদা।" তিনি আরও বলেন, "১৯৯৮ সাল থেকে দলের রাজ্য সভাপতি বক্সীদা। কিন্তু তাঁর দলের কাছে কখনও কোনও দাবি নেই। মুখ বুজে কাজ করেন। হতে পারে বক্সীদার আচরণ নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে, তাঁর বিশ্বস্ততার জন্যই দিদি আজও তাঁর উপর ভরসা রাখেন। আসলে বক্সীদা তো তৃণমূলের পুরনো চাল, তাই ভাতে তো বাড়বেই।"কাউকে নির্দেশ নতুবা কাউকে অনুরোধের সুরে দলের হয়ে ভোটের ময়দানে নামতে বলছেন। তিনি তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকেই জেলাভিত্তিক নেতা-কর্মীদের একাংশের ভোটের কাজে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগ পেতে থাকেন বক্সী। এর পরেই উদ্যোগী হয়ে ভবানীপুরের প্রিয়নাথ মল্লিক রোডের পার্টি অফিস থেকে বসে যাওয়া নেতাদের জেলাভিত্তিক তালিকা তৈরি করতে নির্দেশ দেন সুব্রত। সব নম্বর হাতের কাছে নিয়েই একে একে ফোন করতে শুরু করেন তিনি। বহু ক্ষেত্রে ক্ষোভের পাশাপাশি, জেলা এবং ব্লক স্তরের নেতাদের গলায় ধরা পড়েছে অভিমানের সুর। কোনও ক্ষেত্রে 'বসে যাওয়া' নেতাদের থেকে তাঁকে অভিযোগ শুনতে হচ্ছে যে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে দল তাঁদের যোগ্য সম্মান দেয়নি। কোনও ক্ষেত্রে আবার অভিমানী নেতারা রাজ্য সভাপতিকে ফোনেই জানিয়েছেন, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কাছে 'ব্রাত্য' হয়ে গিয়েছেন তাঁরা। এমনই সব অভিযোগ মন দিয়ে শুনেছেন বক্সী। এমনিতেই 'স্পষ্টবক্তা' হিসাবে সুখ্যাতি রয়েছে তাঁর। কিন্তু নেতাদের অভিযোগ শুনতে গিয়ে নিজের স্বভাবে খানিকটা বদল এনেছেন সুব্রত। সব কিছু মন দিয়ে শুনে তাঁর নির্দেশ, "দলের স্বার্থে সব কিছু ভুলে ভোটের কাজে নামতে হবে। দল যাঁকে প্রার্থী করেছে তাঁকে জেতানোর জন্যই লড়তে হবে। কোনও মনোমালিন্য থাকলে ভোটের পর মেটানো হবে। গত বারের তুলনায় ভোটের মার্জিন বাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনও অজুহাত বরদাস্ত করা যাবে না।"

মুর্শিদাবাদে জঙ্গীপুর ও বহরমপুর

লোকসভা ভোটে শান্তির বার্তা স্বপন বাউলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেখতে দেখতে বাইশ (২২) টি জেলায় ঘুরে ঘুরে শান্তির দূত সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউল শান্তি পুর্ন ভোটের বার্তায় সারা রাজ্যের নজর কেড়েছে। আর ভোট সচেতন করতে বাকি হাওড়া, উওর ও দক্ষিণ কোলকাতা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর বারাসত, বসিরহাট , স্বপন বাউল বলেন এই বাকি জেলা ও জায়গায় আমি খুব শীঘ্র শান্তির বার্তা দিতে চলেছি । মুর্শিদাবাদ জেলার পরই পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল ও আসানসোলে শান্তি পূর্ন ভোট সচেতন করব । সম্প্রতি জঙ্গিপুর ও বহরমপুর লোক সভায় হটাৎ করেই স্বপন দত্ত বাউল ছুটে এলেন কাটোয়া আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর গামী চলন্ত ট্রেনে বাউল গানে শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তা দিতে দিতে । তারপর খাগড়া ঘাট রেল স্টেশনে এবং বহরমপুরের ব্যাস্ত জমজমাট রাস্তার মোড়ে শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তা দিয়ে জনগণ পুলিশ প্রশাসন ও সকল রাজনৈতিক দল গুলিকে সচেতন করেন সন্ত্রাস মুক্ত ভোট, ভয় মুক্ত ভোট করার জন্য। প্রখর রোদ গরম উপেক্ষা

এরপর ৩ পাতায়

এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায়

নাম জড়াল আরও এক তৃণমূল নেতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির ঘটনায় নাম জড়াল আরও এক তৃণমূল নেতার। টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেনের উপর।ওই নিয়োগপত্রটি নিয়ে গাজোলের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়তেও যোগ দেন সুকুমারের স্ত্রী। কিন্তু সপ্তাহ খানেক পরেই তার নিয়োগপত্রটি পুনরায় দেখতে চাওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষ তরফে। পরে তাকে নিয়োগ পত্রটি জাল বলে জানান হয়। এরপরে মোজাম্মেলের কাছে নিজের টাকা ফেরত চান সুকুমার। কিন্তু মোজাম্মেল যে চেক দিয়েছে তা বাউন্স হয়ে যায়।এরপর আর কোনও উপায় না দেখতে পেয়ে শেষমেশ আদালতের দ্বারস্থ হন সুকুমার। কিন্তু আদালতের নির্দেশের পরেও টাকা ফেরত দেয়নি মোজাম্মেল। কিন্তু টাকা দিয়েও চাকরি না পাওয়ার কারণে টাকা এক ব্যক্তি তার কাছে টাকা ফেরত চাইলে তাকে একটি চেক দেওয়া হয়। কিন্তু সেই চেকটিও বাউন্স করে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগকারীর নাম সুকুমার বালো বলে জানা গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে সুকুমার জানান যে তাঁর বাড়ি গাজোলের শংকরপুর এলাকায়। ২০১৬ সালে চাকরি দেওয়ার নাম করে তার কাছে থেকে ১২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা নেওয়া হয়। পরে সুকুমারের স্ত্রীকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগের একটি কাগজও দেওয়া হয়।

নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে

তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণে প্রধানমন্ত্রী । দুর্নীতিতে জড়িতরা কেউ বাঁচবে না বলেও হুঙ্কার দিলেন তিনি। একইসঙ্গে যে টাকার পাহাড় উদ্ধার হয়েছে তা ভুক্তভোগীদের ফেরাতে আইনি পথ খোঁজা হচ্ছে বলেও জানান নরেন্দ্র মোদি। তৃতীয় দফা ভোটের আগে, রাজেয় প্রচারে এসে, এসএসসি-র যোগ্য চাকরিপ্রাপকদের পাশে থাকার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আইনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দেন নরেন্দ্র মোদি। আর এবার টাকা ফেরতের কথাও শোনা গেল প্রধানমন্ত্রীর মুখে। এদিন তিনি বলেন, "তৃণমূল কতবড় ভ্রষ্ট দল, তার বড় প্রমাণ শিক্ষক নিয়োগ-দুর্নীতি। আপনারা তো জানেন, শিক্ষক নিয়োগ করতে তৃণমূল রেট কার্ড বানিয়েছিল। এই রেট কার্ড খোলা বাজারে বিক্রি করা হত। এখানে চাকরি নিলাম করা হত। ওএমআর শিট জ্বালিয়ে দিয়েছে। নকল ইন্টারভিউ নিয়েছে। কোর্ট তো বলেছে, দুর্নীতির পিছনে সরকারি মেশিনারি আছে। বাংলার এই হাল বানিয়ে দিয়েছে তৃণমূল! মোদি, বাংলায় হওয়া এই লুঠের পাই পাই হিসেব নেবে। এই নোটের পাহাড় দেখা যাচ্ছে, এই পাহাড়ের মালিককে ছাড়া হবে না। আমি দুর্নীতির শিকার প্রতিটি বাংলাবাসীকে বলছি, কোনও ভ্রষ্টাচারী, কান খুলে শুনে নাও, মোদি বলছে, কোনও দুর্নীতিগ্রস্ত রেহাই পাবে না। যে কোটি কোটি টাকা পাওয়া গেছে। তা প্রতারিতদের কী করে ফেরত দেওয়া যায় তার আইনি রাস্তা খোঁজা হচ্ছে।" আজ একদিনে চারটি জনসভা করবেন নরেন্দ্র মোদি। প্রথমে ব্যারাকপুরের প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে ভাটপাড়ায় সভা করেন তিনি। এরপর হুগলির প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে চুঁচুড়ায় সভা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। তৃতীয় সভা পুরশুড়ায় আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরূপকান্তি দিগরের সমর্থনে। হাওড়ার সাঁকরাইলে উলুবেড়িয়া ও হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অরুণউদয় পালচৌধুরী ও রথীন চক্রবর্তীর সমর্থনে এদিনের শেষ সভা নরেন্দ্র মোদির। এই ৫ কেন্দ্রেই পঞ্চম দফায় ২০ মে ভোট রয়েছে। মার্চ, এপ্রিল মে, গত আড়াই মাসে এই নিয়ে নবমবার রাজ্যে এলেন প্রধানমন্ত্রী।

সাম্প্রদায়িকতার 'আগুন'

লেগেছে বলেই এক সঙ্গে নির্বাচনে লড়ছে বাম ও কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাম্প্রদায়িকতার 'আগুন' লেগেছে বলেই এক সঙ্গে নির্বাচনে লড়ছে বাম ও কংগ্রেস। শুক্রবার বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের বাম সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদের প্রচারে প্রথম বার জেলায় এসে এ কথা জানানোর পাশাপাশি একযোগে তৃণমূল এবং বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।সেলিমের দাবি, বাম-কংগ্রেস জল আর পানির মধ্যে তফাত করে না। কে আগুন জ্বালাতে কেরোসিন আর পেট্রল নিয়ে আসছে, তার তফাত করে। সেলিমের মতে, "আজ দেশে আগুন লেগেছে। সেই জন্য বাম-কংগ্রেসের পাশাপাশি তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধীরা একজোট হয়েছে।" অন্য দিকে, কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রশিদ বক্তব্য রাখতে গিয়ে পুলিশকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "ভোটের দিন কর্তব্যে বিচ্যুতি হলে আমরা ছেড়ে কথা বলব না।"এ দিন বিকেলে দুবরাজপুর মাদৃক সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক ময়দানে বাম-কংগ্রেসের সমাবেশ ছিল। মিল্টন রশিদ ও সেলিম ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের পলিটব্যুরো সদস্য রামচন্দ্র ডোম, সিপিএমের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ, কংগ্রেসের জেলা কর্যকরী সভাপতি চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। মঞ্চে বক্তব্য রাখতে উঠে কেন জোট, কেন তৃণমূল ও বিজেপি এক বন্ধনীতে সেটা ব্যাখ্যা করেন সেলিম। দেশের নীতি, মেরুকরণ, লুট, দুর্নীতি-সহ নানা প্রসঙ্গ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক।সেলিম প্রশ্ন তোলেন, "দুর্নীতির প্রশ্নে ঝাড়খণ্ড ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জেলে গেলে এত দুর্নীতির পরেও কেন মমতা এবং তাঁর ভাইপো বাদ?" দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে শাসকদলের পাশাপাশি বিজেপিকেও দুষেছেন সেলিম। তিনি বলছেন, "এক লুটেরা কখনও অন্য লুটেরার বিরুদ্ধে কথা বলে না। হেমন্ত সোরেন জেলে গিয়েছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে গিয়েছিলেন, আজ জামিন পেলেন। তাহলে মমতা ও তাঁর ভাইপো কেন বাইরে?" তাঁর দাবি, কয়লা পাচার, নিয়োগ দুর্নীতি, গরু পাচার সব ব্যাপারে যত দুর্নীতি দেখছেন , এই সব এ ঘাট ও ঘাট ঘুরে কালীঘাটে জমা হচ্ছে। সেলিমের মন্তব্য, "আমরা বলছি কালীঘাটে গিয়ে দেখো। বিজেপি বলছে দেখব না। চুরির টাকা খেয়ে মোটা হয়ে গিয়েছে।"রাজ্য সরকারের স্বপ্নের প্রকল্প 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' শব্দবন্ধ নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করেন সেলিম। বলেন, "এটা ভান্ডার হলে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকদের বাড়িতে যা পাওয়া গিয়েছে, সেটা কী! আমাদের মায়েদের হাতে ভাঁড় ধরিয়ে দিয়ে বলছে ভান্ডার। ইঁদুরকে গন্ডার বলছে আর গন্ডারকে ইঁদুর।" বিজেপি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগেও সরব হয়েছেন সেলিম। তিনি বলেন, "আগুন লাগলে সকলে ছুটে আসে জল নিয়ে। তখন কেউ দেখে না, কে হিন্দু, কে মুসলমান। এখন বিজেপি আর তৃণমূল সেটা নিয়েও ঝগড়া লাগায় যে, কে জল বলে আর কে পানি।"

সন্দেশখালি ধর্ষণের

অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা

ব্যারাকপুর,১২ মে : নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালি কাণ্ডে তৃণমূলের তরফ থেকে একের পর এক ভিডিও ভাইরাল করা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে । তৃণমূল দাবি করছে যে শেখ শাহজাহান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণ বা গণধর্ষণের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা । আজ বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহের সমর্থনে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে সন্দেশখালি কান্ডের তৃণমূল কংগ্রেসকে কার্যত তুলোধুনো করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ।প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন,'বাংলায় হওয়া এই লুটতরাজের প্রতিটা হিসাব নেবে মোদী । এইযে নোটের পাহাড় বেরিয়ে আসছে, সেই নোটের পাহাড়ের মালিকদের ছাড়া হবে না । একজনও দুর্নীতিগ্রস্ত বাঁচবেনা।' পাশাপাশি তিনি প্রতারিত চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'প্রতারিতরা যাতে টাকা ফেরত পায় তার জন্য মোদি আইনি রাস্তা খুঁজছে ।' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ যে 'সন্দেশখালী কান্ডে তৃণমূল একটা নতুন খেলা শুরু করেছে এবং শাহজাহান শেখকে ক্লিনচিট দেওয়ার চেষ্টা করছে।'

সন্দেশখালি কান্ডে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'তৃণমূল সরকারের কু শাসনের বড় প্রভাব পড়েছে এরাজ্যে আমাদের মা বোনেদের উপর । এখানকার তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের অবস্থা সব থেকে খারাপ। সন্দেশখালিতে কি হচ্ছে তা গোটা দেশ দেখছে । সন্দেশখালীর অপরাধীদের প্রথমে টিএমসি বাঁচিয়েছিল, এখন টিএমসি একটা নতুন খেলা শুরু করেছে । তৃণমূলের গুন্ডারা সন্দেশখালির বোনেদের ভয় দেখাচ্ছে, ধমকাচ্ছে । শুধু এই কারণে যে অত্যাচারীর নাম শাহজাহান শেখ । ওর ঘর থেকে বোম বন্দুক পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু ভোট ব্যাংককে সন্তুষ্ট করার জন্য তৃণমূলকে ক্লিনচিট দেওয়ার চেষ্টা করছে ।' দুর্নীতি কান্ডেও তৃণমূল কংগ্রেসকে একহাত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । তিনি বলেছেন, 'তৃণমূল কত বড় ভ্রষ্টাচারি পার্টি তার আর একটা উদাহরণ হল শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি । শিক্ষক নিয়োগে রাজ্য সরকার রেট কার্ড তৈরি করেছিল । প্রকাশ্য বাজারে এই রেট কার্ড বিক্রি করা হচ্ছিল । এখানে পদের নিলাম হত । শুধু তাই নয়, এই দুর্নীতিতে ও এম আর সিট পর্যন্ত চালানো হয়েছিল । ভুয়ো ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল । আদালত পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়েছিল যে এই দুর্নীতির কিছু সরকারি মেশিনার হাত আছে । তৃণমূল বাংলার এই হাল করে রেখে দিয়েছে ।'

১-ম পাতার পর

বাংলার আগামীদিনের মুখ্যমন্ত্রী কী অভিজিৎ

বহাল থাকলেও শুধুমাত্র সাময়িক স্বস্তিই মিলেছে। এদিন এই প্রসঙ্গে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন,' যোগ্যদের কোনো দোষ নেই। তবে এখানে আলাদাই করা যাচ্ছে না কে যোগ্য আর কে অযোগ্য। কোর্ট যে ১৭ টা কারণ দেখিয়েছে যে কী কী পন্থায় দুর্নীতি হয়েছে তার কোনও উত্তর এই সমস্ত রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে আমি পাই নি।'

ধরুন আপনি মুখ্যমন্ত্রী। আপনার সরকারের আমলে এই দুর্নীতি হলে আপনি কী করতেন। সাংবাদিকের এই প্রশ্নের জবাবে গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'যদি এর দু'বছর আগে থেকে আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকতাম তাহলে আমি এই কেলেঙ্কারি হতেই দিতাম না। যদিও দুর্নীতি তার অনেক আগে থেকেই হয়েছে। যখন এরম প্রশ্ন হচ্ছেই তাহলে যদি আমি ২০১৬ থেকে মুখ্যমন্ত্রী থাকতাম আমি কখনই এরম চোর-জোচ্চোরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ঘোরাঘুরি করতাম না। আর নিজেকেও চোর বলে ছাপ মারা থেকে বিরত থাকতাম।'

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আরও বলেন, 'আমি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে তখন চাকরি বিক্রি হত না। তা পরীক্ষা দিয়েই সঠিকভাবে হত। তাহলে এই দুর্নীতি উন্মেষই হত না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতি হতে দিয়েছেন। আর এই বিষয়ে উনি সচেতন। সবটাই উনি জানতেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন না অথচ এত বড় দুর্নীতি ওনার চোখের সামনে হয়ে যাচ্ছে, কারা টাকা পাচ্ছে, কোথায় কোথায় টাকা যাচ্ছে, এমনকি কালীঘাটের কাকু যা বলছেন তার বর্ণনা মিলে যাচ্ছে। মমতা জানতেন না এটা হতেই পারে না।'

অভিজিতবাবু আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ওই ভদ্রমহিলার নাম বলা থেকে আমি আপাতত বিরত থাকছি। যদি পরে কখনও প্রয়োজন হয় তাহলে আমাকে দেখতে হবে আমি ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মানছি কী না। তবে এখন আমি ওনাকে মুখ্যমন্ত্রী বলছি না। আমি যদি এই সময় মুখ্যমন্ত্রী থাকতাম এই দুর্নীতি ভাই কখনোই হত না।'

১-ম পাতার পর

বারাকপুরের ইতিহাসের কথাও উল্লেখ করে বাসিন্দাদের মন জয় করতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

সপ্তমে চড়ালেন নরেন্দ্র মোদি। যার আগাগোড়া হিন্দুত্বের বার্তায় ভরা। মোদির আশা, ২০১৯-এর চেয়েও ভালো ফল হবে বারাকপুরে। একের পর এক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করে দিলেন পাঁচ গ্যারান্টি। সেগুলি হল -

- ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ নয়
- তফসিলি জনজাতির সংরক্ষণ হবেই
- যতদিন মোদি ক্ষমতায় থাকবে, ততদিন এদেশে রামনবমী পালন করতে, রামের পুজোয় কেউ বাধা দিতে পারবে না
- রামমন্দিরে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত কেউ বদলাতে পারবে না
- সি এ এ কার্যকর করা আটকানো যাবে না।

১-ম পাতার পর

বি এস এফের গুলিতে মৃত্যু দুই বাংলাদেশের নাগরিকের

নজরে আসে বিষয়টি। দুই অনুপ্রবেশকারীকে লক্ষ করে গুলি চালাতেই সেখানে প্রাণ হারান তাঁরা। সূত্রের খবর, মৃত দুই অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশের পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার মাগুরা গ্রামের বাসিন্দা। এক জনের নাম জলিল (২৬), অন্য জন ইয়াসিন আলি (২৫)।

১-ম পাতার পর

ভোটের আগে ভোটকেন্দ্রে তালা দিল গ্রামবাসীরা

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে চতুর্থ দফায় ভোটগ্রহণ। ভোটের আগে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই পড়ল তালা। সরকারি কর্মীদের বুথে ঢুকতে বাধা দিল গ্রামবাসীরা।

আসানসোলের জামুড়িয়ার তপসী পঞ্চায়েতের অন্তর্গত জানবাজার আদিবাসী গ্রামের ঘটনা। আগামীকাল ভোট,তার আগে রবিবার বিকেল পর্যন্ত ভোট কর্মীরা ঢুকবে। কিন্তু তার আগে বুথে তালা লাগিয়ে দিয়েছে গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ বিগত ৩০ বছর ধরে তারা বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ নেই গ্রামে। রাজ্য সরকারের কোনও বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। ইসিএলের বিদ্যুৎ ছিল তাও দীর্ঘদিন ধরে একেবারে লো ভোল্টেজ। সরকারি আধিকারীদের বলেও আবেদন করে কোনও কাজ হয়নি। গরমে অন্ধকারে নাজেহাল অবস্থা গ্রামবাসীদের। তাই এবার ভোট গ্রহণের ঠিক আগে বুথে তালা ঝুলিয়ে দিল তারা।

সংখ্যালঘুদের পাশে মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্লোবাল সেনসেশন টেলর সুইফট সম্প্রতি দুই মাসের বিরতির পর, প্যারিসের লা ডিফেন্স অ্যারেনায় বৃহস্পতিবার তার ইরাস ট্যুর আবার শুরু করেন। বৃহস্পতিবার রাতে তার সঙ্গীত অনুষ্ঠান চলাকালীন এই জনপ্রিয় গায়িকা মঞ্চে এমন কিছু করলেন, যা দেখে কিনা ক্ষিপ্ত দর্শকরা। এরপর থেকেই তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই ট্রোলড হচ্ছেন।এরপর হঠাৎ করেই সুইফট নিজের পরনে থাকা সাদা পোশাক খুলে এবং একটি কালো ব্রা এবং শর্টস

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই

দেখবে না। পাকিস্তান ভারতে পরমাণু বোমা ফেলতে পারে বলেও সতর্ক করেছিলেন তিনি।ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লাও পিওকে পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গে পাকিস্তানের পরমাণু বোমা নিয়ে সতর্ক করেছিলেন। এদিন একসঙ্গে দুই নেতাকেই একহাত নেন অমিত শাহ। কৌশাম্বী লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় শাহ বলেন, "মণিশঙ্কর আইয়ার এবং ফারুক আবদুল্লাহ বলেছেন, পাকিস্তানকে সম্মান করতে হবে। কারণ তাদের কাছে পরমাণু বোমা আছে। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ফেরত চাইবেন না। রাহুল বাবা, আপনি পরমাণু বোমাকে ভয় পেতে চাইলে ভয় পান। কিন্তু, আমরা ভয় পাই না। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই।"

এর আগে, গত শুক্রবারও পাকিস্তানের বিষয়ে মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্যের নিন্দা করে বলেছিলেন, "পাকিস্তান থেকে পিওকে ফিরিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে, কংগ্রেস পরমাণু বোমার কথা বলে ভারতের জনগণকে ভয় দেখাচ্ছে। আমি জানি না কংগ্রেসের কী হয়েছে। বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট। পিওকে-র প্রতি ইঞ্চি জমি ভারতের এবং ভারতেই থাকবে।" ওইদিন সকালেই কংগ্রেসের মিডিয়া এবং প্রচার বিভাগের চেয়ারম্যান, পবন খেরা, সোশয়াল মিডিয়ায় জানিয়েছিলেন, মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের সঙ্গে কংগ্রেস দল সম্পূর্ণরূপে একমত নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, ভিডিয়োটি কয়েক মাস পুরোনো। ভোটের প্রচারে বিজেপির আর কিছু বলার নেই বলেই, তারা, এই পুরোনো ভিডিয়োটি এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। তবে, তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। নির্বাচনের বাজারে কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্য বিজেপির প্রচারের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

১ পাতার পর

প্রতিটি বুথে থাকছে 'ওয়েবকাস্টিং' ব্যবস্থা

ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে বলে বিভিন্ন ব্লক প্রশাসন সূত্রের খবর।সর্বদলীয় বৈঠকে আরও জানানো হয়, প্রতিটি বুথে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এক-একটি বুথে কমপক্ষেচার জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকবেন। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ১২০০। সেই হিসাবে বহু ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একাধিক বুথআছে। সেই সব ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জওয়ানের সংখ্যা বাড়বে।

জেলা নির্বাচন দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জওয়ানের সংখ্যা কতটা বাড়বে তা নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের সংবেদনশীলতার উপরে। সংবেদনশীল বুথের তালিকা তৈরির কাজ চলছে। কমিশনই ঠিক করবে একাধিক বুথ সংবলিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে জওয়ানের সংখ্যা।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের মধ্যে সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য মুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একবার সুযোগ এসেছে বাংলা থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে এবং দেশের নিরিখে দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হবে। আর তখন দেশে সবচেয়ে সিনিয়র এবং সব চেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নাম হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যারাকপুরে পার্থ ভৌমিকের হয়ে প্রচারে এসে এই মন্তব্য কুণাল ঘোষের।এইবার আর একবার সুযোগ হচ্ছে বাংলা থেকে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। ৩০ থেকে ৩৫টি আসনে তৃণমূল কংগ্রেস জিতবে এবং দ্বিতীয় বৃহত্তর দল হবে। আর সবচেয়ে সিনিয়র গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নাম হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

যদিও পঞ্চম দফা ভোট প্রচারের তৃণমূলের স্টার ক্যাম্পেইনারের তালিকায় কুনাল ঘোষ নেই। তা নিয়ে তাঁর কোনও আফসোসও নেই। তিনি তৃণমূল কর্মী ছিলেন আছেন থাকবেন।

ব্যারাকপুরে বড় পোলে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে প্রচার করতে এসে এমন টাই বললেন কুনাল ঘোষ। ব্যারাকপুরে বড়পোলে তৃণমূলপ্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সমর্থনে প্রচার করতে এসে এমনই বললেন কুণাল।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাত বারের সাংসদ, চারবারের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের মধ্যে সব চাইতে বিশ্বাসযোগ্য মুখ। দিল্লিতে যে বিকল্প সরকার হবে, তার প্রধান চালিকা শক্তি হবে তৃণমূল কংগ্রেস এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুব বেশি সুযোগ আসে না। বাংলা থেকে কখনও প্রধানমন্ত্রী হয়নি। ১৯৯৬ সালে একবার সুযোগ এসেছিল জ্যোতি বসুর হাত ধরে। কিন্তু সিপিএম তা করতে দেয়নি। ২০০৪ সালে আমরা ভেবেছিলাম, সোনিয়া গান্ধী যখন প্রধানমন্ত্রী হতে রাজি হলেন না তখন হয়তো প্রণব মুখোপাধ্যায়কে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। কিন্তু সেটাও হল না। মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হলেন।

২ পাতার পর

মুর্শিদাবাদে জঙ্গীপুর ও বহরমপুর লোকসভা ভোটে শান্তির বার্তা স্বপন বাউলের

করেও ছুটে এসেছেন খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদের খাগড়া ঘাট রোড রেল স্টেশন, বহরমপুরের জমজমাট এলাকায় , এলাকায় । নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে এক পয়সাও কারো কাছে না নিয়ে সমাজ সচেতন, শান্তি পূর্ন ভোট সচেতন দেখে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে খাগড়া ঘাটের মানুষ সত্যিই অবাক হয়ে গেলো তারা সকলেই স্বপন বাউলের গান শুনতে ভিড় জমালো। পথ চলিত একজন রাজনীতির লোক বলেন আমি রাজনীতি করি , বাউল গানে শান্তি পূর্ন ভোটের বার্তা আমাকে ও সকলকেই স্বপন দত্ত বাউলের শান্তির বার্তা মুগ্ধ করেছে। এক বৃদ্ধা মা ও অন্য একজন মহিলা বলেন এই বাউল তো ঠিক কথাই বলেছে বোমাবাজি প্রাণহানি বন্ধ করো , মায়ের কোল শূন্য করে কেউ দিও না এমন সুন্দর কথা এর আগে কখনো রাস্তায় চিৎকার করে গানে গানে কাউকে বলতে শুনি নি। রাস্তার কর্মে নিযুক্ত পুলিশ প্রশাসনও খুশি সকলেই স্বপন দত্ত বাউলের নিঃস্বার্থ এই মহতী উদ্যোগ কে

আজ চতুর্থ দফার ভোট

আসানসোল: নিউজ সারাদিন : আজ চতুর্থ দফার ভোট। জায়গায়, জায়গায় ভারী বুটের শব্দ। কড়া চোখে নজরদারি জওয়ানদের। তুমুল ব্যস্ত ভোটকর্মীরা। ডিসিআরএস সেন্টার থেকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিচ্ছেন ভোটকর্মীরা। গরম হয়ে উঠছে রাজনৈতিক হাওয়া। এর মাঝেই আলাদা ছবি দেখা গেল আসানসোলে। বিশেষ পোশাক পরে ডিসিআরসি কেন্দ্রে আসলেন মহিলা ও পুরুষ ভোটকর্মীরা। ডিসিআরসি সেন্টার অর্থাৎ যেখান থেকে ভিভিপ্যাট বা ইভিএম বণ্টন করা হয়, সেই সেন্টারে ভোটকর্মীদের নাজেহাল হওয়ার চিত্রটাই দেখা যায়। নিজের কেন্দ্র খুঁজে না পাওয়া, পেলেও দীর্ঘ সরকারি প্রক্রিয়া। সব কিছু বুঝে নেওয়ার পর বুথে যাওয়ার রাস্তার ঝক্কি তো আছেই। সেই জায়গায় আসানসোলে যেন ছুটির মেজাজে ধরা দিলেন

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৩ বর্ষ ১২৯ সংখ্যা ১৩ মে, ২০২৪ সোমবার ৩০ বৈশাখ, ১৪৩১

লোকসভায় ৪০০ পারের হুঙ্কার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভায় ৪০০ পারের হুঙ্কার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । ইদানিং আর সেভাবে সেই ৪০০ পারের বুলি শোনা না গেলেও আসন বাড়ার অঙ্ক থেকে এখনও সরে আসেননি মোদি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোদি দাবি করেছেন, বিজেপি এবার লোকসভায় এমন এমন সব আসন জিতবে, যে ভোট পণ্ডিতরাও চমকে যাবেন।এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "দেশের সব প্রান্তে আমাদের আসন বাড়বে। এমন এমন জায়গায় আসন বাড়বে যে ভোট পণ্ডিতরাও চমকে যাবেন। উত্তপ্রদেশে আমাদের বেশ কিছু আসন বাড়বে। বাংলা, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কেরলে।" প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বোঝা গিয়েছে, বাংলা নিয়ে বেশ আশাবাদী তিনি।

২৪-এর নির্বাচনকে টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা করেছেন মোদি। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "প্রথম ইনিংসে আমরা অনেকটা এগিয়ে। বিরোধীরা অসহায় আত্মসমর্পণ করছেন। তাও আমরা লড়ছি দ্বিতীয় ইনিংসে রেকর্ড করার জন্য।" মোদি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, "বিরোধীরা হার মেনেই নিয়েছে। লড়াই নেই। তবে বিজেপির আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। আমরা রেকর্ড করার জন্য লড়ছি।"আসলে বিজেপি ৪০০ আসনের দাবি জানাচ্ছে বটে, কিন্তু বাড়তি আসন আসবে কোথা থেকে তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে দলের অনদরেই। আসলে উত্তরপ্রদেশে ২০১৯ সালেই মোটামুটি বেশিরভাগ আসন জিতেছিল গেরুয়া শিবির। পশ্চিম ভারতেও তাই। এবার ওই এলাকাগুলিতে আসন বাড়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। দক্ষিণে বিজেপি প্রথাগতভাবে দুর্বল। রইল বাকি পূর্ব ভারত। সেখানেও কড়া স্থানীয় আঞ্চলিক দলের বাধা রয়েছে। কিন্তু মোদির দাবি, এবার সবাইকে চমকে দেবে বিজেপি।

সম্পাদকীয়

দেশজুড়ে সাত দফার সেই নির্বাচন শেষ হবে ১ জুন

একুশের ভোটে বাংলার মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে সর্বশক্তি দিয়ে নেমে পড়েছিল বহিরাগত হিন্দিভাষীদের দল বিজেপি। 'আপকে বার ২০০ পার' শ্লোগান তুলে তাঁরা বনেমে পড়েছিল বাংলা দখল করতে। লক্ষ্য ছিল নবান্নে পদ্মশাসন চলু করা।

নবান্নের আমলাদের একাংশের দাবি, এবারেত মতো এত দীর্ঘদিন ধরে এর আগে কোনও নির্বাচন হয়নি। লোকসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে ১৬ মার্চ। দেশজুড়ে সাত দফার সেই নির্বাচন শেষ হবে ১ জুন। তারপর ৪ জুন প্রকাশিত হবে ভোটের ফলাফল। ভোট ঘোষণার দিন থেকেই গোটা দেশজুড়ে জারি হয়েছে আদর্শ আচরণ বিধি। যার অর্থ, নির্বাচনী বিধি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র কিংবা রাজ্য সরকার কোনও নতুন প্রকল্প ঘোষণা কিংবা কাজ শুরু করতে পারবে না। দীর্ঘদিন ধরে এই ভোট চলায় নবান্নের আমলাদের একাংশ এখন রীতিমত ক্ষুব্ধ। তাঁদের দাবি, একে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। আবাস যোজনায় বঙ্গবাসীর হকের পাওনাও দিচ্ছে না। সব মিলিয়ে বাংলার প্রাপ্য প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রয়েছে কেন্দ্রের কোষাগারে। এই বিরাট পরিমাণ টাকা আটকে থাকায় রাজ্যের অন্যান্য প্রকল্পের অর্থ কাটছাঁট করতে হচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে ১০০ দিনের মজুরি সহ আটকে থাকা প্রকল্পের পাওনা মেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। আবার এপ্রিম থেকেই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে টাকার অঙ্ক দ্বিগুণ করা হয়েছে। ফলে রাজ্যের একাধিক সামাজিক প্রকল্প চালু রাখতে গিয়ে জলের মতো টাকা গলে যাচ্ছে। অথচ নির্বাচনী বিধির গেরোয় সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে। গোটা রাজ্য প্রশাসনের কার্যত পঙ্গুদশা।কিন্তু বাংলার মানুষই তাঁদের সেই লক্ষ্যের পথে কাঁটা বিছিয়ে দেয়। তাই ২০০ তো বহু দূর, ১০০ ছুঁতেও পারেনি বিজেপি থুড়ি নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহের বাহিনী। বাংলা দখল করতে না পারার সেই রাগেই একুশের পরে মোদি সরকার সংবিধান না মেনে, আইন না মেনে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অমান্য করে বাংলার প্রতি চরম বৈমাতৃক আচরণ করে চলেছে। আটকে দিয়েছে প্রায় সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা। মায় রাজস্ত ও জিএসটি বাবদ টাকাও ঠিক মতন দেওয়া হচ্ছে না। আর তার জেরে এই ২৪'র ভোট চলাকালীন সময়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে বাংলার প্রাপ্য গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২ লক্ষ কোটি টাকায়। দাবি নবান্নের আমলাদের একাংশের।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক স্থিতি মোটেও ভালো নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার অসহযোগিতায় তা ক্রমে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। লাগাতার বাজার থেকে ধার করে টেনেটুনে সরকার চালাতে গিয়ে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে প্রশাসনের। তার মধ্যে আড়াই মাস ধরে যাবতীয় সরকারি কাজকর্মে শিকল পড়ে যাওয়ায় সমস্যা আরও বেড়ে গিয়েছে। এই সমস্যা কাটানোর দুটি রাস্তা। এক, কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং দুই, ভোটের পরে পরেই রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিকল্প ক্ষেত্রে নজর দেওয়া। কেন্দ্রের সরকার ওল্টালে ৩-৪ মাসের মধ্যেই রাজ্যের আর্থিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে অনেকটাই। কিন্তু যদি না ওল্টায়, তখন রাজ্য সরকারকেই রাজস্ব বাড়ানোর রাস্তা দেখতে হবে। সূত্রের দাবি, এই দ্বিতীয় রাস্তায় হাঁটার ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই দিয়ে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোট মিটলেই এ সংক্রান্ত বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।

মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণের আধিপত্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

ভারত বরাবরই ঋষিদের দেশ। আমাদের সমাজে ঋষি প্রথার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আজও আমাদের সমাজ ও পরিবারগুলিকে কিছু ঋষির বংশধর বলে মনে করা হয়।

ঋষি হল বৈদিক ঐতিহ্য থেকে উদ্ভূত একটি শব্দ যারা বৈদিক গ্রন্থগুলি আয়ত্ত করেছেন তাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। অন্য কথায়, বলা যেতে পারে যে এমন ব্যক্তি যিনি তার অনন্য একাগ্রতার শক্তিতে বৈদিক ঐতিহ্য অধ্যয়ন করেছেন এবং অনন্য শব্দগুলি দেখেছেন, তাদের অস্পষ্ট বা গোপন অর্থ জানতে পেরেছেন এবং কেবল জীবের কল্যাণের জন্য লেখার মাধ্যমে সেই জ্ঞান প্রকাশ করেছেন। ঋষি বলা হয়।

ঋষিদেরকে যুগের আলোকিত দ্রষ্টা বলে মনে করা হয়। এটা বিশ্বাস করা হয় যে তাদের যোগ শক্তির দ্বারা, তাদের কাছে পরমাত্মার (পরমাত্মা) জ্ঞান পাওয়া যায় এবং তারা বস্তুর পাশাপাশি সচেতন জগৎ দেখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন সময় ঋষি ও মুনিদেরকে ধার্মিকতার পথপ্রদর্শক বলে মনে করা হয়; তারা সর্বদা তাদের জ্ঞান ও অনুশীলন দিয়ে জনগণ ও সমাজের কল্যাণ করে আসছে। আজও বনে বা যেকোনো তীর্থস্থানে ঋষি, মুনি, সাধু ও সন্ন্যাসী আছে। তারা সর্বদা তপস্যা, অনুশীলন এবং মননের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে পরিমার্জিত করে। তারা প্রায়ই বস্তুগত আনন্দ ত্যাগ করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ গৃহস্থালী জীবনযাপন করে।তবে ঋষি, মুনি, সাধু বা সন্ন্যাসীরা সকলেই ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ মানুষ, যারা জাগতিক আসক্তির বন্ধন থেকে দূরে সমাজের কল্যাণে তাদের জ্ঞানকে নিরন্তর পরিমার্জন করে এবং পরম দিব্য জ্ঞান অর্জনের জন্য তপস্যা, সাধনা, ধ্যান ইত্যাদি করে। শুধুমাত্র পৃথিবীতেই নয়, অন্যান্য জগতের সকল প্রাণীর ধর্ম, শান্তি, সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, সুখের জন্য তারা সর্বদা সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করে। এযুগে কলিযুগে মানুষের পক্ষে এত বেশি তপস্যা, তপস্যা, যজ্ঞ ইত্যাদি সহ্য করা খুবই কঠিন। রামচরিতমানস অনুসারে কলিযুগে মানুষের জন্য একমাত্র সমাধান হল ভগবানের (রাম, কৃষ্ণ, হরি) নাম জপ করা। , নারায়ণ, শিব ইত্যাদি) শ্রী রামচরিতমানসের এই চৌপাইগুলিতে ভগবানের নাম জপের শক্তি সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।তবে এই ভয়ঙ্কর কলিযুগে ভগবানের নাম হল কল্পবৃক্ষ নামক আকাঙ্ক্ষা পূরণকারী স্বর্গীয় বৃক্ষের মতো। শুধু নাম ধ্যান করলেই জীবনের সমস্ত জড় জাল বিনষ্ট হয়ে যায়। রামের নাম ভক্তকে তার মনের ইচ্ছা সবকিছু প্রদান করে। ভগবানের নাম এই পৃথিবীতে মাতা এবং পিতার মতো ভক্তের যত্ন নেয় এবং এটি তাঁর আবাসে ভক্তের মঙ্গল নিশ্চিত করে।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে ঋষিদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঋষি ও মুনিদেরকে ধার্মিকতার পথপ্রদর্শক বলে মনে করা হয়; তারা সর্বদা তাদের জ্ঞান ও অনুশীলন দিয়ে জনগণ ও সমাজের কল্যাণ করে আসছে। আজও বনে বা যেকোনো তীর্থস্থানে ঋষি, মুনি, সাধু ও সন্ন্যাসী আছে। তারা সর্বদা তপস্যা, অনুশীলন এবং মননের মাধ্যমে তাদের জ্ঞানকে পরিমার্জিত করে। তারা প্রায়ই বস্তুগত আনন্দ ত্যাগ করে, যদিও তাদের মধ্যে কেউ কেউ গৃহস্থালী জীবনযাপন করে। তবে এই লেখার মধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ঘেঁটে যতটুকু আমার ধারণা হয়েছে সেটা সমাজের কাছে তুলে ধরতে চাইছি।

ঋষিদের প্রকারভেদ

অমরসিংহ দ্বারা সংকলিত বিখ্যাত সংস্কৃত প্রতিশব্দ অভিধান অনুসারে, সাত প্রকার ঋষি, ব্রহ্মঋষি (তারা সর্বোচ্চ ঐশ্বরিক জ্ঞান, অসীম জ্ঞান/সর্বজ্ঞতা এবং আত্মজ্ঞান অর্জন করেছেন), দেবর্ষি, মহর্ষি, পরমঋষি, কান্দার্শি, শ্রুতঋষি এবং রাজর্ষি।

সপ্ত (সপ্ত) ঋষি

ট্রিনিটি মহান ঋষিদের তাদের স্বর্গীয় দেহ দিয়ে উপহার দিয়েছে যার উপরে এই ঋষিরা সভাপতিত্ব করেন। আকাশের সাতটি বিশিষ্ট নক্ষত্রকে উর্সা মেজর বা গ্রেট বিয়ার নক্ষত্রমণ্ডলও বলা হয় এমন একটি উদাহরণ। এই স্বর্গীয় দেহ এবং তাদের অধিপতি ঋষিদের বলা হয় কেতু, পুলহ, পুলৎস্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ এবং ভৃগু। একইভাবে, আরও কিছু তালিকা রয়েছে যেখানে কৌতস, গৌতম, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজকেও সপ্ত ঋষি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মুনি

মুনিরাও ঋষি ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে রাগ ও ঘৃণার অভাব ছিল না। ভগবদ্গীতায় সেই ঋষিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যাদের মন দুঃখে বিচলিত হয় না, যাঁরা সুখ কামনা করেন না এবং যাঁরা আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ থেকে মুক্ত, নিষ্কলঙ্ক বুদ্ধিসম্পন্ন সাধুদের মুনি বলা হয়।

মুনি শব্দটি মৌনি থেকে এসেছে যার অর্থ যে কথা বলে না বা নীরবে কথা বলে। এই ধরনের ঋষিরা যারা নীরবতার শপথ গ্রহণ করেন বা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য খুব কম কথা বলেন তাদের মুনি বলা হয়। প্রাচীনকালে নীরবতাকে সাধনা বা তপস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অনেক ঋষি এই সাধনা করতেন এবং নীরব থাকতেন। মুনি শব্দটি শুধুমাত্র এই ধরনের ঋষিদের জন্য ব্যবহৃত হয়। মুনি শব্দটি এমন কিছু ঋষিদের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে যারা সর্বদা ভগবানকে জপ করতেন এবং নারদ মুনির মতো ভগবান নারায়ণের ধ্যান করতেন (তিনি ভগবান নারায়ণের একজন শীর্ষ ভক্ত হিসাবে বিবেচিত হন এবং তিনি ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট)।

জৈন গ্রন্থেও মুনিদের আলোচনা করা হয়েছে। যে ব্যক্তির আত্মা সংযম দ্বারা স্থির, পার্থিব কামনা-বাসনা বর্জিত, জীবের সুরক্ষার বোধ, অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, ভাষা, অন্নের পরিশুদ্ধি এবং ধর্মীয় সরঞ্জামাদি পরিচালনায় পবিত্র।

সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসী শব্দটি সন্ন্যাস থেকে এসেছে যার অর্থ ত্যাগ করা। তাই যিনি ত্যাগ করেন তাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। সন্ন্যাসী সম্পত্তি, গৃহস্থ জীবন ত্যাগ করেন বা অবিবাহিত থাকেন, সমাজ ও পার্থিব জীবন ত্যাগ করেন এবং যোগ ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে তার প্রিয় ঈশ্বরের ভক্তিতে মগ্ন হন।

আদি শঙ্করাচার্যকে হিন্দু ধর্মে একজন মহান সন্ন্যাসী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পরমহংস সন্ন্যাসীরা হলেন তপস্বীদের সর্বোচ্চ শ্রেণী।

প্রকৃতপক্ষে, একজন সন্ন্যাসী এমন একজন ব্যক্তি হতে পারেন যিনি কোনো পরিস্থিতি বা ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হন না এবং সমস্ত পরিস্থিতিতে স্থিতিশীল থাকেন। সে সুখ থেকে আনন্দ পায় না, দুঃখ থেকে বিষণ্ণতা পায় না। এইভাবে যে ব্যক্তি কোন পক্ষপাত ব্যতিরেকে ঐশ্বরিক ও আত্ম-জ্ঞান উভয়েরই অন্বেষণ করে এবং জাগতিক আসক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন, তাকে সন্ন্যাসী বলা হয়।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

গতকাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে আমার ইষ্টদেব আমার ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন - আগামীকাল এই গাছের তলায় আমার এক ভক্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, তাঁকে তুই অবশ্যই খাওয়াবি। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই বলে লোকটি স্বামীজীকে তার আনা খাবারগুলো গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজী হাসি মুখে তাকে আশির্বাদ করলেন। এই দেখে সেই খাবার খাওয়া ভদ্রলোকটি অবাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাছে এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। **ক্রমশঃ**

৩ পাতার পর

আজ চতুর্থ দফার ভোট

গণতন্ত্রের উৎসবের কারিগররা। বিশেষ পোশাক নজর কেড়েছে সবার।আসানসোলের বারাবনি বিধানসভার দুটি ব্লকের ডিসিআরসি কেন্দ্র ধাদকা পলিটেকনিক কলেজে। একটি বারাবনি। অন্যটি সালানপুর। দেখা গেল, বারাবনি ব্লকের মহিলা ভোটকর্মীরা নীল রংয়ের বাটিক প্রিন্টের শাড়ি পরে এসেছেন। চোখে রয়েছে সানগ্লাস। পুরুষরা পরেছেন নীল টি-শার্ট। উদ্দেশ্য, যে সমস্ত ভোটকর্মী বাইরে থেকে আসবেন, তাঁরা যেন নিজের কেন্দ্রটিকে চিনে নিতে পারেন। বুঝে নিতে পারেন দায়িত্ব। তেমনভাবেই সালানপুর ব্লকের পুরুষ ভোটকর্মীদেহড্রেস কোড্ব সাদা টি-শার্ট।

৩ পাতার পর

সংখ্যালঘুদের পাশে মমতা

পরে স্টেজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পারফর্ম করতে শুরু করেন। তারপরে, যখন তিনি 'আই ক্যান ডু ইট উইথ আ ব্রোকেন হার্ট' গাইতে শুরু করেছিলেন, তখন তাঁকে একটি চকচকে সোনার জ্যাকেট পরে দেখা যায়। এই দেখে স্টেডিয়ামের দর্শকরা দারুন মুগ্ধ হন।

তবে, টেলর সুইফটের এই ভিডিওটি সামনে আসার সাথে সাথে সকলেই তাকে প্রচুর ট্রোল করছে। কেউ কেউ এই কাজকে তাঁর সবচেয়ে বড় অদ্ভুত কেলেঙ্কারি বলে অভিহিত করেছেন। আবার কেউ কেউ এটিকে বেশ লজ্জাজনক বলে অভিহিত করেছেন। একজন লিখেছেন "এটা কী ধরনের আচরণ?"সম্প্রতি টেলর সুইফট তার কনসার্টে লক্ষ লক্ষ দর্শকের সামনে মঞ্চের ঠিক মাঝখানে নিজের পোশাক পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে সবাইকে চমকে দেন। তারই একটি ভিডিও এখন ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওতে সুইফটকে তার একটি হিট নম্বর, 'দ্য স্মলস্ট ম্যান হু এভার লিভড', একটি সাদা পোশাক পরে পারফর্ম করতে দেখা যায়। তারপরে তিনি এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসেন।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

মানসিক সমস্যায় আছেন মিস ইউএস, ফিরিয়ে দিলেন সেরা সুন্দরীর মুকুট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ দেখিয়ে বর্তমান মিস ইউএসএ খেতাব ফিরিয়ে দিয়েছেন মার্কিন সুন্দরী নোয়েলিয়া ভয়েট। বিবিসি জানিয়েছে, এরই মধ্যে মিস ইউএসএ কর্তৃপক্ষকে তিনি খেতাব ত্যাগের কথা জানিয়েছেন।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে প্রতিযোগিতার মুকুট জিতে নোয়েলিয়া ভয়েট বলেছিলেন, 'আপনার এবং আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে ভালো' এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারার মানসিকতা রাখুন।' নিজের সে কথাই রাখলেন তিনি।

নিজের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভয়েট ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'এটা অনেকের জন্য একটি বড় ধাক্কা হতে পারে। তবে আপনার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার সঙ্গে কখনই আপস করবেন না। আমাদের স্বাস্থ্য আমাদের সম্পদ। আপনাদের নিরন্তর এবং অটল সমর্থনের জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। পরের অধ্যায় লেখার সময় এসেছে। আশা করি, জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের অপেক্ষায় আমার পাশেই থাকবেন।'

ভয়েট আরও লিখেছেন, 'মিস ইউএসএ হিসেবে আমার যাত্রা অবিশ্বাস্যভাবে অর্থবহ হয়েছে, গর্বের সঙ্গে উটাহ এবং পরে মিস ইউনিভার্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করছি। তবে দুর্ভাগ্যবশত, আমি মিস ইউএসএ ২০২৩-এর খেতাব ত্যাগ করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

এদিকে মিস ইউএসএ গত সোমবার একটি বিবৃতিতে সিএনএনকে নিশ্চিত করেছে যে, তারা ভয়েটের খেতাব ত্যাগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে। এর সঙ্গে শিগগিরই নতুন বিজয়ী ঘোষণা করার কথাও জানিয়েছে তারা। প্রতিযোগিতার রানারআপ সাভান্না গ্যাঙ্কিয়েভিজ বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হবে নাকি সম্পূর্ণ নতুন বিজয়ী নির্বাচিত হবে তা এখনো জানা যায়নি।

২৪ বছর বয়সী নোয়েলিয়া ভয়েট ভেনেজুয়েলার বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক। উটাহ অঙ্গরাজ্য থেকে প্রতিনিধিত্ব করা এই সুন্দরী গত বছরের সেপ্টেম্বরে চূড়ান্ত পর্বে মিস হাওয়াই সাভান্না গ্যাঙ্কিয়েভিজ এবং মিস উইসকনসিন অ্যালেক্সিস লুম্যানসকে হারিয়ে প্রথম ভেনেজুয়েলানু আমেরিকান হিসেবে শিরোপা জেতেন।

বিচ্ছেদ নয়, বিয়ের ছবি মুছে ফেলার ভিন্ন কারণ জানালেন রণবীর

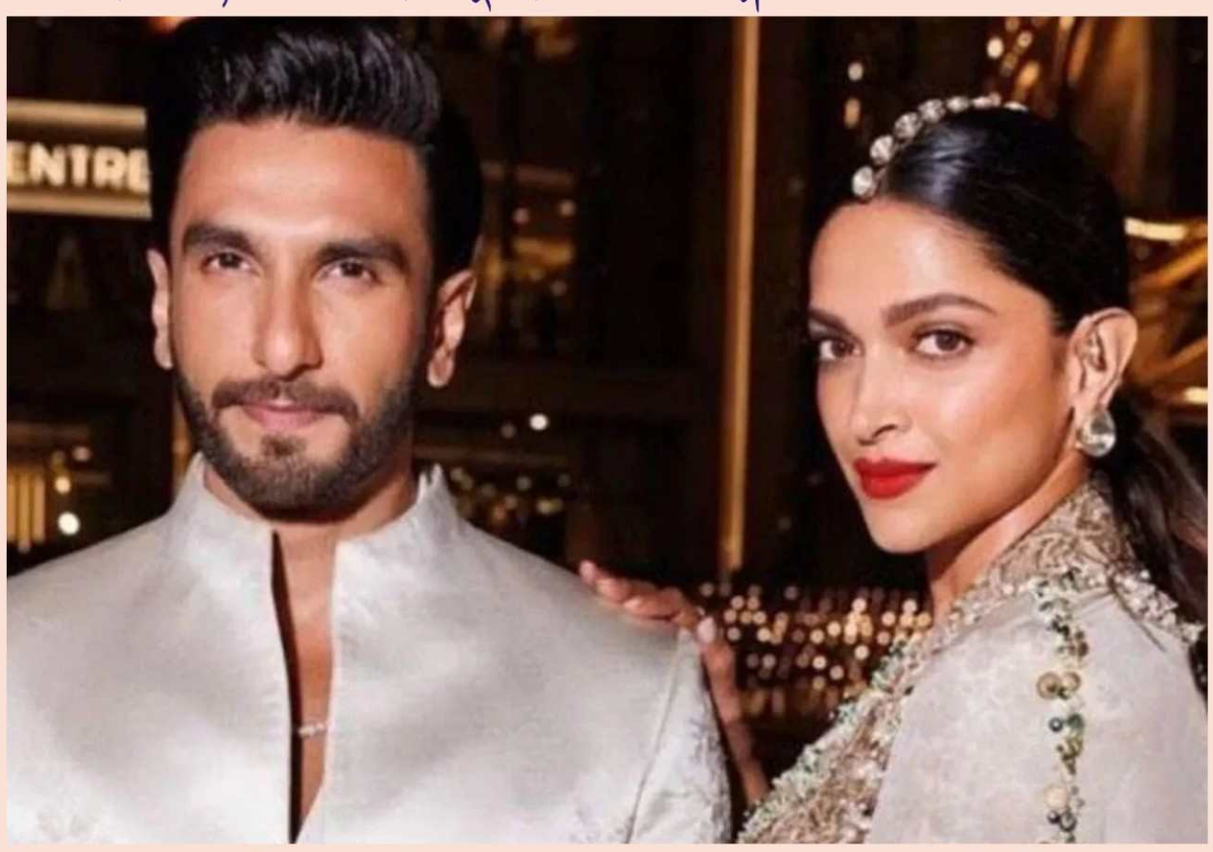

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি জোরেসোরে আবারও চাউর হয়েছে যে বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোন। মূলত রণবীর নিজের সোশ্যাল মিডিয়া থেকে হঠাৎ বিয়ের ছবি সরিয়ে নিয়েছেন বলেই এই গুঞ্জন ছড়িয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এরই মধ্যে মুখ খুলেছেন অভিনেতা। খবর বলিউড হাঙ্গামার।

বলা হয়েছে, বিচ্ছেদের জন্য নয়, রণবীর মূলত তার ইনস্টাগ্রামে ২০২৩ সালের আগের সব ছবি আর্কাইভ করে দিয়েছেন। এর মধ্যে বিয়ের ছবিও রয়েছে। কেননা দীপিকার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল ২০১৮ সালে। সে কারণেই ছবিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না তার অ্যাকাউন্টে। বিষয়টিকে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনার একটি কৌশল বলেই জানিয়েছে গণমাধ্যমটি। দীপিকা পাড়ুকোনের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে এখনও বিয়ের সমস্ত ছবি আছে।

গেল ফেব্রুয়ারির শেষ দিন রণবীর-দীপিকা ঘোষণা দেন যে, তাদের ঘরে সন্তান আসতে চলেছে। আগামী সেপ্টেম্বরে বাবা-মা হবেন তারা। সম্প্রতি তারা বেবিমুনে (সন্তান জন্মের আগে বিশেষ অবকাশ) গেছেন। সেই ছবিও এসেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করেছেন তারা।

ভেবেছিলাম মরেই যাব, প্রতিদিন ৩০ ওষুধ ও ইনজেকশন নিতে হয়েছে : মৌনি রায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অভিনেত্রী মৌনি রায়, এরই মধ্যে বলিউডে নিজের জানান দিয়েছেন। অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মাস্ত্র ছবিতে অভিনয়ের পরই বড় পর্দায় নায়িকা হিসেবে রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তার আগে অবশ্য দু-একটি আইটেম ড্যান্সে মৌনির ম্যাজিক ছিল সুপারহিট। তবে তার উত্থান ছোট পর্দা দিয়েই।

একতা কাপুরের 'নাগিন' ধারাবাহিকে অভিনয়ের সময় ড্রইংরুমের দর্শকের একেবারে ঘরের মেয়ে হয়ে উঠেছিলেন মৌনি। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ভীষণ সরব। কখনো বন্ধুদের সঙ্গে তো কখনো আবার বেটারহাফের সঙ্গে ছবি পোস্ট করেন। আজকের এই হাসিখুশি মৌনি একটা সময় মারাত্মক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন।

একদিনে ৩০টি ওষুধ আবার কখনো ইনজেকশনও নিতে হয়েছে তাকে। 'নাগিন' ধারাবাহিকে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে এই রকম একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই কথা বলেছেন নায়িকা। তিনি বলেন, এটি ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা। 'নাগিন' ধারাবাহিকে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে এমন একটা সময় কাটিয়েছি যখন মনে হতো আমি মরেই যাব। ঝলক দিখলা জা-৯ শেষ করার পর শিরদাঁড়ার স্কোলিওসিস হওয়ার সঙ্গে ক্ষয়ে গিয়েছিল। যার জন্য আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারতাম না।

একটানা তিন মাস বিছানায় শয্যাশায়ী। সেই সময়ই নাগিনের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। আমার ওজন অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে সেটা কত জানি না। প্রতিদিন ৩০টি ওষুধ ও ইনজেকশন নেওয়ার জন্যই শরীরের ওই অবস্থা হয়েছিল।

হাজারো বিতর্ক পেরিয়ে রেকর্ড গড়ল 'হীরামাণ্ডি'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সঞ্জয় লীলা বনশালির 'হীরামাণ্ডি' নিয়ে চর্চার শেষ নেই। বিতর্কও তৈরি হয়েছে সিরিজের কাস্টিং, প্রেক্ষাপট নিয়ে। তবে হাজারো সমালোচনা থাকলেও নতুন মাইলফলক গড়েছে বনশালির এই ওয়েব সিরিজ। বলা হচ্ছে, পুরো বিশ্বে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশিবার দেখা ভারতীয় সিরিজের খেতাব পেয়েছে 'হীরামাণ্ডি'। ৪৩টি দেশের নীরিখে সেরা দশে নাম তুলে ফেলেছে 'হীরামাণ্ডি'।

বুধবার সন্ধ্যায় সিনেবাণিজ্য বিশ্লেষক তরণ আদর্শ ইনস্টা পোস্টে জানান, সঞ্জয় লীলা বনশালির ডেবিউ ওয়েব সিরিজ 'হীরামাণ্ডি' এযাবৎকালের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশ্বব্যাপী সবথেকে বেশি দেখা ভারতীয় সিরিজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। মনীষা কৈরালা, সোনাক্ষী সিনহা, রিচা চাড্ডা, অদিতি রাও হায়দরি, শেখর সুমন, অধ্যয়ন সুমন ও ফারদিন খানের মতো তাবড় কাস্টিং নিয়ে তৈরি 'হীরামাণ্ডি'।

গত পয়লা মে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে 'হীরামাণ্ডি'। বনশালির ১৮ বছরের স্বপ্নের প্রজেক্ট 'হীরামাণ্ডি'। কোনওরকম কসরত বাকি রাখেননি পরিচালক-প্রযোজক। কারণ, বনশালি মানেই 'লার্জার দ্যন লাইফ' সেট, সাজপোশাক। এই সিরিজে কোটি কোটি টাকার শুধু গয়নাই ব্যবহৃত হয়েছে।

রিচা চাড্ডা জানিয়েছিলেন, মোট ৩০০ কেজিরও বেশি গয়না ছিল। যা দুর্মূল্য মুক্তো, পান্না, হিরে দিয়ে তৈরি। সেটও চোখধাঁধানো। সেই বিগবাজেট 'হীরামাণ্ডি'ই মুক্তির পর থেকেই চর্চার শিরোনামে। সিনেসমালোকদের মার্কশিটে ঝকঝকে নম্বর পেলেও দর্শকদের মধ্য মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বনশালির ডেবিউ সিরিজ নিয়ে। তবে বুধবার নিন্দুকদের পালটা জবাব দিয়ে দিল 'হীরামাণ্ডি'র রেকর্ড।

সিরিজে 'লাহোর বলে লখনউ দেখানো আর রিসার্চ ছাড়াই গল্প সাজানোতে ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তান। আবার নিজের দেশেও সিরিজ মেকিং নিয়ে প্রতিপদে চর্চার মুখে পড়তে হচ্ছে বানশালিকে। কারও দাবি, ঐতিহাসিক তথ্যে ভুল করেছেন নির্মাতা। তো কেউ বা আবার কাস্টিংয়ের জন্য স্বজনপোষণের অভিযোগ তুলেছেন। এমনকি সিরিজের সংলাপে ব্যবহৃত উর্দু নিয়েও আপত্তি তুলেছেন দর্শকদের একাংশ।

শাহিদ-কারিনার সম্পর্ক ও বিচ্ছেদ নিয়ে মুখ খুললেন ইমতিয়াজ আলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : কারিনা কাপুর আর শাহিদ কাপুরের সম্পর্ক নিয়ে একসময় বলিউডে কম গুঞ্জন ছিল না। তাদের সম্পর্ক ও বিচ্ছেন নিয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি। জাব উই মেটের শুটিং চলাকালে তাদের সম্পর্কে ভাঙন হলেও বিষয়টি ধরা পড়তে দেননি কেউই। নিজেদের সমস্যা কখনও সিনেমার সেটেও নিয়ে আসেননি তারা। ইমতিয়াজ দু'জনের এই পেশাদার আচরণের প্রশংসা করেছেন সাক্ষাৎকারে।

ইমতিয়াজ বলেন, সিনেমার শুটিং শেষ হওয়ার সময়ে ওরা সম্পর্কে ইতি টানে। পুরো সিনেমার শুটিংই প্রায় হয়ে গিয়েছিল। ওদের বিচ্ছেদের পরেও দু'দিন বাকি ছিল শুটিং-এর। আমাদের কাজটা শেষ করতেই হতো। কিন্তু ওরা সম্পূর্ণ পেশাদার ছিল। ওদের ব্যক্তিগত জীবনে কী চলছে, তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়েনি সিনেমাতে।

ইমতিয়াজ আরও জানান, জাব উই মেটে গীত ও আদিত্য চরিত্রে তার প্রথম পছন্দ ছিল ববি দেওল ও প্রীতি জিনতা। কিন্তু ববি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায়, তা আর হয়নি। তখন শীর্ষ দুই চরিত্রের জন্য ইমতিয়াজ বেছে নেন শাহিদ ও কারিনাকে। সেই সময়ে শাহিদ ও কারিনার মধ্যে সম্পর্কের সমীকরণ মোটেও ভালো ছিল না। কিন্তু তার কোনো প্রভাব পড়েনি সিনেমাতে।

২০১২ সালে সাইফ আলি খানকে বিয়ে করেন কারিনা আর ২০১৫ সালে মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেন শাহিদ।

'সুপলা' শট! যেভাবে রপ্ত করলেন সূর্যকুমার যাদব

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেক আগেও উইকেটের পিছনে ব্যাটারদের শট খেলতে দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। র‍্যাম্প শট থেকে শুরু করে দিলস্কুপ, ব্যাটারদের মুন্সিয়ানায় উইকেটের পিছনে অনেক রান হয়েছে। কিন্তু সূর্যকুমার যাদব বিখ্যাত করেছেন 'সুপলা' শটকে। উইকেটের পিছনে অবলীলায় ছক্কা হাঁকান তিনি। কী ভাবে এই শটে দক্ষতা অর্জন করলেন সূর্য? নিজেই দিয়েছেন তার ব্যাখ্যা।

সম্প্রচারকারী ডিজিটাল মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানে নিজের শট নিয়ে কথা বলেছেন সূর্য। 'সুপলা' নামটি মুম্বাইয়ের ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আসা। টেনিস বল ক্রিকেটে এই শট খুবই পরিচিত। সূর্য বলেন, "মুম্বাইয়ের ঘরোয়া টেনিস বল ক্রিকেট থেকে এই নাম এসেছে। আমিও মুম্বাইয়ের অলিগলিতেই খেলা শুরু করেছি। টেনিস বলেই খেলতাম। তাই সবাই যখন এই শটকে সুপলা শট বলে ডাকতে শুরু করে তখন খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।"

সূর্য জানিয়েছেন, মুম্বাইয়েই অলিগলিতে খেলেই এই শট খেলার দক্ষতা অর্জন করেছেন তিনি। তার জন্য টেনিস বল ক্রিকেটকে কৃতিত্ব দিয়েছেন তিনি। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের ব্যাটার বলেন, "আমি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে সিমেন্টের পিচে খেলতাম। অফ সাইডে ২০ মিটার দূরে বাউন্ডারি ছিল। লেগ সাইডে বাউন্ডারি ছিল ৯০-১০০ মিটার দূরে। বৃষ্টির সময় রাবারের বলে খেলতাম। সেই বল ভিজে গেলে খেলা খুব কঠিন হত। সবাই আমার পা লক্ষ্য করে বল করত। তাই রান করতে হলে উইকেটের পিছনের দিকে খেলতেই হত। সেখান থেকেই এই শট খেলা শুরু করি। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, এই শট আমি কতটা অনুশীলন করি। আমি সবাইকে বলি, ছোটবেলা থেকে এই শট খেলে বড় হয়েছি। তাই আমাকে আর কিছু ভাবতে হয় না।"

এই শট থেকে যেমন অনেক রান আসে তেমনই আউট হওয়ার ঝুঁকিও বেশি থাকে। ঠিক মতো ব্যাটে বল না লাগলে এলবিডব্লিউ থেকে ক্যাচ, সব হতে পারে। তাই এই শট খেলার জন্য ঠিক বল বাছা খুব জরুরি। সেটাই করেন সূর্য। তিনি বলেন, "আমি এই শট তখনই খেলি যখন বল আমার শরীর লক্ষ্য করে হয়। বলের লাইনে থাকার চেষ্টা করি। কারণ, লাইনে না থাকলে এই শট খেলা খুব কঠি। আগে থেকে কিছু ভাবি না। তাই ইনিংসের প্রথম বলেও আমি এই শট খেলতে পারি। ফিল্ডার বাউন্ডারিতে আছে কি না সেই কথা ভাবি না। কারণ, আমি জানি এই শট খেললে বল গ্যালারিতে গিয়ে পড়বে।"

চলতি আইপিএলে ৯ ম্যাচে ৩৩৪ রান করেছেন সূর্য। ৪১.৭৫ গড় ও ১৭৬.৭১ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। একটি শতরান ও তিনটি অর্ধশতরান এসেছে তার ব্যাট থেকে। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলেও বড় ভরসা সূর্য। সেখানেও তার ব্যাট থেকে এই 'সুপলা' শট দেখার আশায় ভারতীয় সমর্থকেরা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সংখ্যা-তথ্য: রিয়াল ১৮-০ বায়ার্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে বায়ার্ন মিউনিখকে দুই লেগ মিলিয়ে ৪-৩ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে গেছে রিয়াল মাদ্রিদ। জোড়া গোল করেছেন সুপার সাব হোসেলু। রদ্রিগোর পাশে নাম তুলেছেন তিনি। এছাড়া কার্লো আনচেলত্তি, বায়ার্ন, রিয়ালের আরও কিছু ছোট-বড় রেকর্ড হয়েছে।

বায়ার্ন-০: হুলিয়ান নাগেলসম্যানকে সরিয়ে টমাস টুখেলকে চলতি মৌসুমের শুরুতে দায়িত্ব দিয়েছিল বায়ার্ন মিউনিখ। তার অধীনে বাভারিয়ানরা ট্রফি শূন্য মৌসুম কাটাচ্ছে। সর্বশেষ বায়ার্নের শিরোপা শূন্য মৌসুম ছিল ২০০৮-০৯।

আলফনসো ডেভিস-১: রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করা গোলটি করেছিলেন আলফনসো ডেভিস। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নক আউট পর্বে গোল করা প্রথম কানাডিয়ান ফুটবলার।

হোসেলু- ২, ৫ ও ১৬২: বদলি নেমে হোসেলু জোড়া গোল করে দলকে ফাইনালে তুলেছেন। এর আগে ২০২১-২২ মৌসুমে রদ্রিগো এমনটা করিছিলেন। ১৬২ সেকেন্ডের মধ্যে দুই গোল করেছেন তিনি। এছাড়া হোসেলু বদলি নেমে চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫ গোল করেছেন। তার ওপরে লা লিগার কেবল একজন আছে।

রিয়াল মাদ্রিদ- ৭, ৯ ও ১৮: চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপিয়ান কাপ মিলিয়ে নক আউট পর্বে বায়ার্ন মিউনিখকে ৭ বার বিদায় করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। একক কোন ক্লাবের কাছে বিদায় হওয়ার যা রেকর্ড। এছাড়া নকআউটে জার্মান ক্লাবকে ৯বার বিদায় করেছে রিয়াল। হেরেছে অবশ্য একবার। বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে ২০১৩ সালে। রিয়াল মাদ্রিদের এটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ১৮তম ফাইনাল। ১৫তম শিরোপার লড়াইয়ে নামবে তারা।

আনচেলত্তি- ১০: চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ১০বার মুখোমুখি হয়ে কার্লো আনচেলত্তি অপরাজিত আছেন। তাকে হারাতে পারেনি পূর্বের কোন বায়ার্ন কোচ।

'সেরা শট পোস্টে লাগে না', অভাগা মানতে নারাজ এমবাপ্পে

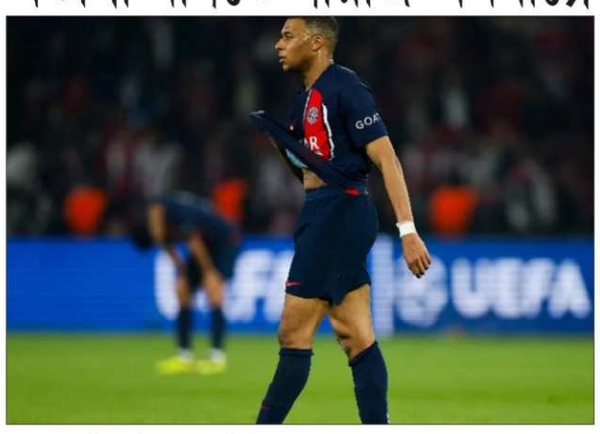

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিয়েছে কিলিয়ান এমবাপ্পে। আগামী মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিতে পারেন তিনি। পিএসজির জার্সিতে এবারই তাই ইউরোপ সেরা হওয়ার শেষ সুযোগ ছিল তার। কিন্তু দুই লেগেই গোল মিস করে ওই সুযোগ হাতছাড়া করেছেন ফ্রান্সম্যান। ডর্টমুন্ডের মাঠে ১-০ গোলে হারের পর প্যারিসেও ১-০ গোলে হেরেছেন এমবাপ্পেরা। ৩০ শট নিয়ে গোল করতে না পারলেও নিজেদের অভাগা মানেন না তিনি। ম্যাচ শেষে হারের দায় নিয়ে এমবাপ্পে বলেন, 'দলকে যতটা সম্ভব সহায়তা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু যথেষ্ট সহায়তা করতে পারিনি। বক্সে দলের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, অবশ্যই আমার দিকে তীর আসা উচিত। কারণ আমার গোল করা উচিত ছিল। আরও নিঁখুত হতে হতো।'

দলের সেরা ভরসার নাম এমবাপ্পে। শক্তির বিবেচনায় ডর্টমুন্ডের চেয়ে এগিয়েই ছিল পিএসজি। অথচ এমবাপ্পে-ডেম্বেলে-গঞ্জালো রামোসের মতো ফরোয়ার্ড লাইন থাকার পরও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছে প্যারিসের দলটি। এমবাপ্পে জানিয়েছেন, দল ভালো করলে তিনি যেমন আলোর ভাগিদার হয়েছেন। খারাপ সময়ে দলের ছায়ার ভাগও নিচ্ছেন। বিশ্বকাপ জয়ী তরুণ ফরোয়ার্ড বলেন, 'যখন দলের সবকিছু ভালো যায়, আমাকে আলোয় রাখা হয়। দলের খারাপ সময়ে ছায়াটাও তাই আমার ওপর পড়া উচিত। সবার আগে যার গোল করা উচিত ছিল, সে হচ্ছি আমি। নিজেদের আমি অভাগা বলবো না। কারণ আপনি সেরা শটটা নিলে তা পোস্টে লাগবে না, গোলেই যাবে। তবে এটাই আসলে জীবন। দলের, আমার এবং আমাদের এটা কাটিয়ে উঠতে হবে।'

আইপিএল থেকে ছিটকে গেল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্লেঅফের দৌড়ে এবারের আইপিএল থেকে সবার আগে বাদ পড়ল মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। বুধবার (৮ মে) সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও লখনৌ সুপার জায়ান্টসের ম্যাচ শেষে হার্দিক পান্ডিয়া বাহিনীর বিদায় নিশ্চিত হয়।

১০ ওভারের মধ্যেই লখনৌর ১৬৫ রানের জবাব দেয়া হায়দরাবাদ ১৪ পয়েন্ট নিয়ে এখন আছে টেবিলের তিন নম্বরে। ১৬ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে আছে যথাক্রমে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রাজস্থান রয়্যালস। ১২ পয়েন্ট করে আছে চারে থাকা চেন্নাই সুপার কিংস, পাঁচে থাকা দিল্লি ক্যাপিটালস ও ছয়ে থাকা লখনৌর। ২ ম্যাচ হাতে রেখে ৮ পয়েন্টধারী মুম্বাইয়ের পক্ষে এই তিন দলকে ধরা সম্ভব। এদের মধ্যে লখনৌ ও দিল্লির মুখোমুখি একটি লড়াই রয়েছে। অর্থাৎ এখানে যে কোনো একদল অন্তত ১ পয়েন্ট পাবেই।

১৩ পয়েন্টধারী কোনো দলকে ধরা সম্ভব হবে না মুম্বাইয়ের। অর্থাৎ মুম্বাই বাকি ২টি ম্যাচে জিতলে তাদের পয়েন্ট হবে ১২। তখন শেষ চার দলের একটি হিসেবে প্লেঅফে নাম লেখাতে পারবে না তারা।

নিলামে উঠছে ম্যারাডোনার সেই গোল্ডেন বল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ১৯৮৬ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত ফুটবল শৈলী উপহার দিয়ে গোল্ডেন বল জেতেন প্রয়াত আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি দিয়েগো ম্যারাডোনা। শুধু তা-ই নয়, আর্জেন্টিনাকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নও করেছেন সাবেক এই ফুটবলার। এবার সেই গোল্ডেন বল আগামী জুনে উঠানো হচ্ছে নিলামে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফ্রান্সের আগুট নিলাম হাউজ।

যদিও এর ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়নি, তবে আগুট আশা করছে কোটি টাকা ছাড়িয়ে বিক্রি হবে এই গোল্ডেন বল। এখন পর্যন্ত কোনো ফুটবলারেরই গোল্ডেন বল নিলামে ওঠেনি।

চার বছর হতে চলল ম্যারাডোনা না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন। ১৯৮৬ বিশ্বকাপ দিয়েই সর্বকালের অন্যতম সেরা তারকা হয়ে ওঠেন তিনি। সেই আসরে পাঁচ গোলের পাশাপাশি পাঁচ অ্যাসিস্টও করেন এই সাবেক ফুটবলার। কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তার দু'টি গোল এখনো আলোচিত। প্রথমটি তো হ্যান্ড অব গড হিসেবেই স্বীকৃতি পেয়েছে। যেখানে ইংলিশ গোলরক্ষক পিটার শিলটনকে টপকে হাত দিয়ে গোল করেন তিনি। তবে দ্বিতীয় গোলটি ছিল শতাব্দীর সেরা! পাঁচ ফুটবলার কাটিয়ে দর্শনীয় এক গোল করেছিলেন এই ফুটবলার। সেই ম্যাচে যে জার্সিতে খেলেছিলেন তিনি তা আগেই নিলামে বিক্রি হয়েছে।

ম্যানইউকে ঝেড়েমুছে সাফ করার দাবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৩ সালে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের বিদায়ের পর থেকেই ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সময়টা ভালো যাচ্ছে না। চলতি মৌসুমে সেটা যেন তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এর মধ্যে গত সোমবার রাতে ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে ৪-০ গোলে হারে রেড ডেভিলদের ব্যর্থতার ষোলোকলা পূরণ হলো।

লজ্জার এ হারের পর ইংলিশ ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা এ ক্লাবটির খোলনলচে বদলে ফেলার দাবি তুলেছেন সমর্থকরা। কোচ এরিক টেন হাগকে পত্রপাঠ বিদায় করে দেওয়ার দাবি তুলেছেন দুই ইংলিশ কিংবদন্তি ফুটবলার মাইকেল ওয়েন ও পল স্কোলস। আপৎকালীন কোচ হিসেবে স্টিভ ম্যাকলারেনকে দায়িত্ব দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন তারা। এর পর ক্যাসেমিরো, অ্যান্থনি, মাউন্টসহ কমপক্ষে ১০ জন ফুটবলারকে বিদায় করে নতুন দল সাজানোর দাবি তুলেছেন ক্লাবটির সমর্থকরা। ক্লাবটির ভক্ত-সমর্থকদের ক্ষোভের কারণ তো স্পষ্ট। চলতি মৌসুমে তারা একের পর এক লজ্জার রেকর্ডের মুখোমুখি হচ্ছেন। ক্রিস্টাল প্যালেসের কাছে লিগের প্রথম লেগেও হেরেছিল ম্যানইউ, যা ক্লাবটির ইতিহাসে এই প্রথম। চলতি মৌসুমে এ নিয়ে লিগে মোট ১৩ ম্যাচ হারল রেড ডেভিলরা।

ইংল্যান্ডের শীর্ষ লিগের নাম প্রিমিয়ার লিগ চালু করার পর এক মৌসুমে ম্যানইউর হারের রেকর্ড এটি। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এ মৌসুমে ৮১ গোল হজম করেছে তারা। গত ৪৭ বছরে এর চেয়ে বেশি গোল তাদের জালে ঢুকেনি। লিগ শিরোপা তো দূরের কথা, কনফারেন্স লিগে খেলার যোগ্যতা নিয়েই টানাটানি অবস্থা। তাই তো আবারও প্রশ্ন উঠেছে, এরিক টেন হাগ কি ম্যানইউর মতো বড় ক্লাবের কোচ হওয়ার যোগ্য?

ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে বিধ্বস্ত হওয়ার পর স্কাই স্পোর্টসের সঞ্চালক সরাসরি এই প্রশ্ন করেছিলেন টেন হাগকে। তাঁর অকপট জবাব, 'অবশ্যই... উপযুক্ত ফুটবলারও আছে। ভালো একটি স্কোয়াড আছে আমাদের।' এ হারের দায় তিনি চাপিয়েছেন খেলোয়াড়দের ওপর, 'আমরা যেভাবে গোলগুলো উপহার দিয়েছি, তা খুবই বাজে ছিল। বিশেষ করে দলকে এত ভালোভাবে তৈরি করার পর যেভাবে প্রথম গোলটি খেয়েছি... কতটা সহজেই আমরা সুযোগ দিয়েছি।'

তাঁর মতে, এটাই ছিল মৌসুমের সবচেয়ে বাজে ম্যাচ। খেলোয়াড়রা মাঠে তাঁর দেওয়া পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারেননি বলে ক্ষোভও প্রকাশ করেন। সে সঙ্গে লড়াই করে এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ও ছিল ডাচ এ কোচের কণ্ঠে।

তবে তাঁকে আর সুযোগ দেওয়ার পক্ষে নন ম্যানইউর সাবেক কিংবদন্তি মিডফিল্ডার পল স্কোলস। তাঁকে সমর্থন জানিয়েছেন কিংবদন্তি ইংলিশ স্ট্রাইকার মাইকেল ওয়েন। ইউনাইটেডের হয়ে ১১টি প্রিমিয়ার লিগ, তিনটি এফএ কাপ ও দুটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগজয়ী স্কোলস আর এক মুহূর্তও সময় দিতে রাজি নন টেন হাগকে, 'ক্লাব নতুন মালিকানায় আসার পর পরিস্থিতি শান্ত হওয়ায় আমার মনে হয়েছিল তিনি (টেন হাগ) হয়তো আরও একটি বছর পেতে পারেন। কিন্তু এখন আর তা মনে হচ্ছে না। আজকে রাতে তাঁর কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকা হয়ে গেছে। বরং এখন মনে হচ্ছে, আরও আগেই তাঁকে ঝেটিয়ে বিদায় করা উচিত ছিল।'

মাইকেল ওয়েনও তাঁকে আর সময় দিতে প্রস্তুত নন, 'কোনোভাবে তিনি আর দায়িত্বে থাকতে পারেন না। মৌসুমের আর চারটি ম্যাচ বাকি আছে। কিন্তু তাঁকে বিদায় করা উচিত এখনই। শুধু তিনি নন, ক্লাবের আমূল পরিবর্তন আনা উচিত।' চলতি মৌসুমে ১৪ জন সেন্টার ব্যাক খেলিয়েছেন টেন হাগ। তার মানে, এখনও কোনো কম্বিনেশনই দাঁড় করাতে পারেননি টেন হাগ।

২০০ ছক্কায় ধোনির রেকর্ড ভাঙলেন স্যামসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত ছন্দে আছেন সঞ্জু স্যামসন। এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে ১১ ইনিংসে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৭১ রান করেছেন সঞ্জু স্যামসন। সেটাও ১৬৩.৫৪ স্ট্রাইকরেটে। এমন পারফরম্যান্স তাকে লোকেশ রাহুলকে টপকে বিশ্বকাপ দল সুযোগ এনে দিয়েছে। গত মঙ্গরবার দিল্লী ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ হারলেও খেলেছেন ৪৬ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। এই ইনিংস খেলার পথে নতুন একটি রেকর্ড গড়েছেন স্যামসন। আইপিএলে তিনি দ্রুততম ২০০ ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। আইপিএলে স্যামসনের ২০০তম ছক্কাটি এসেছে খলিল আহমেদের বলে। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে নিজের খেলা পঞ্চম বলেই ছক্কা মারেন রাজস্থান অধিনায়ক। এরপর স্যামসন ছক্কা মেরেছেন আরও ৫টি। মাত্র ১৫৯ ইনিংসে ২০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্যামসন, যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম। ধোনির ২০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ১৬৫ ইনিংস। কোহলি ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৮০ ইনিংসে, যেখানে রোহিত শর্মার লেগেছে ১৮৫ ইনিংস। সুরেশ রায়না ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৯৩ ইনিংসে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR